দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

প্রয়োজনীয় নির্দেশ সত্ত্বেও ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী বেতন পাচ্ছে না

গাইবান্ধা, ৮ই সেপ্টেম্বর (জেলা বার্তা পরিবেশক)।–উচ্চ ও নিম্ন পর্যায়ের প্রয়োজনীয় নির্দেশ সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও গাইবান্ধা সদর থানার ঘাগোয়া ইসলা মিয়া দাখেলী মাদ্রাসার ১৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীর প্রায় সাড়ে ৪ লাখ টাকার বেতন বিল গত পাঁচ বছরেও পরিশোধ হয়নি। যা তাদের চরম দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষক–কর্মচারীদের অভিযোগে জানা যায়, ১৯৭২ সালের দিকে ঘাগোয়া ইউনিয়নের রকমী পাড়া মৌজার হাতিয়ার বিল এলাকার এক প্রতিকূল পরিবেশে এই মাদ্রাসটি স্থাপিত হলেও পরবর্তীতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার স্বার্থে সাবেক উপজেলা নির্বাহী অফিসার তথা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও' মাদ্রাসা বোর্ডের প্রয়োজনীয় অনুমোদন সাপেক্ষে একই মৌজার মাত্র ৩শ' গজ দূরে নিজস্ব জমিতে বিগত ৬–৬–৮৭ইং তারিখে এই মাদ্রাসাটি স্থানান্তর করা হয়। এই স্থানান্তরের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার আদেশ চেয়ে একই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সালামত উল্লাবাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেন (যার নং ২৬৩/৮৭। গাইবান্ধা সদর সিনিয়র সহকারী জজের অদালতে দায়েরকৃত মামলার রায়ে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির স্থিতি অবস্থা বজায় রাখার জন্য একটি নির্দেশ দেয়া হয় মাত্র। এতে শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদানের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞার আদেশ না থাকলেও পরবর্তীতে অপর এক ইউএনও বেআইনীভাবে উক্ত মামলার অজুহাতে বেতন বিল বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের বিরুদ্ধে শিক্ষক–কর্মচারীরা হাই কোর্টের আপীল বিভাগে একটি মামলা দায়ের করেন (যার নং ১৮৫/৮৮)।

এই মোকদ্দমার সিদ্ধান্ত ও রায় অনুযায়ী পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, জেলা প্রশাসক, সহকারী জজ আদালত ও সোনালী ব্যাংকে গাইবান্ধা প্রধান শাখার নিয়োজিত আইন উপদেষ্টা সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক–কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও নির্দেশ দিলেও তৎকালীন ইউএনও উক্ত নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়নি। উপরন্তু তিনি সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার কর্মরত ১৩ জন শিক্ষক–কর্মচারীর ১–৯–৮৭ থেকে ৩১–৫–৯১ পর্যন্ত ৪ বছর ৪ মাসের বেতন বিল উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বন্ধ রেখে ১–৬–৯১ইং তারিখের পরবর্তী থেকে বেতন বিল প্রদান করতে থাকেন। অথচ ১–৯–৮৭ থেকে ৩১–৫–৯১ পর্যন্ত বেতন বিল বন্ধ রাখার পেছনে তার কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ও ব্যাখ্যাও দেননি। এ ব্যাপারে জেলা শিক্ষা অফিস ছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ৫ সদস্যের এক বিশেষ তদন্ত টিমের সুপারিশও বাস্তবায়ন করা হয়নি। এভাবে ৪ বছর ৪ মাসের বকেয়া বেতন বিলের ৪ লাখ ৩১ হাজার ২শ' ৫৫ টাকা গত ৫ বছর ধরে এখনো অপরিশোধিতই রয়ে গেছে। কোন সুরাহা হয়নি।

এদিকে উক্ত বেতন ভাতার অভাবে মাদ্রাসার কর্মরত শিক্ষক–কর্মচারীরা বর্তমানে অসহায় মানবেতর জীবন যাপন করছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছেও অনেক লেখালেখি করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় সাড়া মিলেনি এখনো। লালফিতার দৌরাত্ম্যে তাদের বকেয়া বেতন ভাতার ফাইলটি ৫ বছর ধরে ঝুলে রয়েছে। অনুমোদন দেয়া হচ্ছেনা।